দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষা থেকে চারটি বিষয় বাদ যাচ্ছে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পরীক্ষার সময় ও শিক্ষার্থীদের উপর চাপ কমাতে এসএসসি পরীক্ষা থেকে চারটি বিষয় বাদ দেওয়াসহ ১৫টি সুপারিশ করেছেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। আর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, সুপারিশ অনুযায়ী শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা এসএসসি পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং ২০১৯ সাল থেকে সব বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে। সুপারিশ অনুযায়ী, এ বিষয়গুলো পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

এসএসসি পরীক্ষা থেকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিদ্যালয় পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আনা হবে।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গত ২৫ ও ২৬ নভেম্বর কক্সবাজারের শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি কর্মশালা করা হয়। এই কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত ১৫টি সুপারিশ তুলে ধরতেই এই সংবাদ সম্মেলন। কবে নাগাদ এসব বিষয় এসএসসি থেকে বাদ যেতে পারে, সে বিষয়ে তিনি বলেন, 'কবে থেকে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে তা এখনই বলা যাবে না। সবাইকে নিয়ে উপযুক্ত সময়ে আমরা এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করব।'

সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) ও সৃজনশীল প্রশ্নের মানোন্নয়নে আইটেম ব্যাংক (নাম পরিবর্তন হতে পারে) করা। ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনার জন্য দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অন্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করা।

সুপারিশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পরীক্ষা পদ্ধতি বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে 'স্ট্যান্ডারাইজ স্কোর' ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করা। তবে বিষয়টি নতুন বলে এটি নিয়ে আরো বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রয়োজন। এছাড়া নবম ও দশম শ্রেণির নির্বাচিত কয়েকটি পাঠ্যবই পরিমার্জন করে সুখপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করা। এজন্য দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং লেখকদের সমন্বয়ে একটি প্যানেল তৈরি করা। এ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শ্রেণি শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা।

সুপারিশে রয়েছে, স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বই পড়ায় উৎসাহিত করতে তা কো-কারিকুলাম একটিভিটির (সহ-শিক্ষা কার্যক্রম) অন্তর্ভুক্ত করা। বছরে একদিনকে বই পড়া দিবস হিসেবে পালন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষকদের পাঠদানে সহায়তার জন্য উপযুক্ত টিচার্স গাইড যথাসময়ে প্রণয়ন ও মানোন্নয়ন করার পাশাপাশি এমসিকিউ ও সৃজনশীল প্রশ্নের মানোন্নয়নের জন্য 'আইটেম ব্যাংক' তৈরি করা যেতে পারে। প্রশ্নের সঙ্গে কিছু নমুনা উত্তর যাচাই-বাছাই করে সরবরাহ করা বা উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে সহায়ক হবে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জাফর ইকবাল, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইনসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।